

ক্রিপ্টোকারেন্সি

ক্রিপ্টোকারেন্সি হল একটি ডিজিটাল মুদ্রা, যা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এটি অর্থপ্রদানের একটি বিকল্প পদ্ধতি। ক্রিপ্টোকারেন্সি, ভার্চুয়াল কারেন্সি বা ডিজিটাল কারেন্সি নামেও পরিচিত। এটি প্রথম ডিজিটাল সম্পদ যেটি সারা বিশ্বে অনলাইন এবং অফলাইনে বৈধ অর্থপ্রদানের পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করতে, আপনার একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট প্রয়োজন। এই ওয়ালেটগুলি এমন সফটওয়্যার যা একটি ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবা বা আপনার কম্পিউটারে বা আপনার মোবাইল ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে। ক্রিপ্টোকারেন্সি সাধারণত কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল মুদ্রা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিপরীতে বিকেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে সর্বাধিক পরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সি হল বিটকয়েন, যা 2008 সালে সাতোশি নাকামোটো নামে একজন অজানা ব্যক্তি (বা গোষ্ঠী) উদ্ভাবন করেছিলেন। সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (CAR) এল সালভাদরের পরে দ্বিতীয় দেশ হিসাবে বিটকয়েনকে তাদের দেশের জাতীয় মুদ্রা হিসাবে মান্যতা দিয়েছে।

স্ট্যাটিক এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই WBCS Exam- র জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি খুব প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রার্থীদের এই বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এবং ব্লকচেইনের মূল ধারণার সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সির সুবিধা এবং অসুবিধা, ক্রিপ্টোকারেন্সির ধরন এবং ভারতে বৈধতার মতো সমস্ত মূল দিকগুলি বোঝার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি কি?

ক্রিপ্টোকারেন্সি, বা ডিজিটাল কারেন্সি, ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হয় এবং এটি কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত নয়।

- স্বতন্ত্র মুদ্রা মালিকানা রেকর্ড একটি ডিজিটাল লেজারে সংরক্ষণ করা হয় যা মুদ্রাগুলির মালিকানা জাল হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী ক্রিপ্টোগ্রাফির উপর নির্ভর করে তৈরি।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এখনও অপেক্ষাকৃত নতুন এবং এই ডিজিটাল মুদ্রার জন্য বাজারও খুব অস্থির।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ভৌত আকারে বিদ্যমান নয় (যেমন কাগজের টাকা) এবং এটি সাধারণত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা হয় না।
- পরিবর্তে, এটি সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) এর বিপরীতে বিকেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে।
- যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন নেই; তাই তারা বীমাবিহীন হতে পারে এবং এটিকে একটি বাস্তব মুদ্রায় রূপান্তর করা অত্যন্ত কঠিন।

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রকারভেদ

প্রথম ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি, বিটকয়েন, আজ পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত, মূল্যবান এবং জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি। বিটকয়েনের সাথে, অন্যান্য বিকল্প ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি বিভিন্ন

ডিগ্রী ফাংশন এবং স্পেসিফিকেশন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কিছু বিটকয়েন এর ধারণার উপর ভিত্তি করেই তৈরি, অন্যগুলি আবার নতুন করে তৈরী হয়েছে।

- বিটকয়েন মুদ্রাটি 2009 সালে একজন অনামী ব্যক্তি সাতোশি নাকামোটো শুরু করেছিলেন।
- বিটকয়েনের জনপ্রিয়তার ফলে গঠিত হয়েছিল অল্টকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি। এছাড়াও লাইটকয়েন, পিয়ারকয়েন, নেমকয়েন, ইথেরিয়াম, কার্ডানা, এবং ডগিকয়েন হল আরও সুপরিচিত কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি।
- **ইথেরিয়াম** - এই ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্ক বিকেন্দ্রীকৃত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং নেটওয়ার্কে বুদ্ধিমান সুরক্ষাকবচ তৈরি করে। এই সুরক্ষাকবচটি যে কোনও ধরণের জালিয়াতি এড়াতে সহায়তা করে। এই নেটওয়ার্কে লেনদেন সক্ষম করতে যে টোকেনটি ব্যবহার করা হয় তা হল ইথার।
- **ডগিকয়েন** - কয়েনে শিবা ইনু কুকুরের ছবির নামে এই ক্রিপ্টোকারেন্সির নামকরণ করা হয়েছে। এটি একটি জনপ্রিয় মিম হয়ে ওঠে যার ফলে টেসলার মালিক ইলন মাস্ক এটি সমর্থন করার কারণে সুপার হাই প্রাইস তৈরি হয়। এটির নং-এর কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। কয়েন যত ইচ্ছা আপনি নিজের করতে পারেন।
- **কার্ডানা** - এটি ইঞ্জিনিয়ার, গণিতবিদ বা ক্রিপ্টোগ্রাফারদের মতো বিশেষজ্ঞদের একটি দল দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণা-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি কয়েন। এটি একটি আরো সুষম এবং টেকসই মুদ্রা হিসাবে পরিচিত।

- **লাইটকয়েন** - যদিও এটি অন্যান্য কয়েনের অনুরূপ, এটি দ্রুত লেনদেনের সময়ের জন্য পরিচিত কারণ এটি দ্রুত হারে ব্লক তৈরি করে। চার্লি লি 2011 সালে এটি তৈরি করেছিলেন যিনি গুগলে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করছিলেন।

ব্লকচেইন কি?

ব্লকচেইন হল একটি বন্ডিত খতিয়ান যা মুক্ত থাকে যা স্থায়ীভাবে কার্যকর এবং যাচাইযোগ্য উপায়ে দুটি পক্ষের মধ্যে অনেক লেনদেন রেকর্ড করতে পারে।

- একটি ব্লকের মধ্যে ডেটার প্রধান অংশ হল হ্যাশ পয়েন্টার, যা পূর্ববর্তী ব্লকের একটি লিঙ্ক, একটি টাইমস্ট্যাম্প এবং লেনদেন ডেটা হিসাবে কাজ করে। এই কারণে, ব্লকচেইনগুলি অপরিবর্তনীয় হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- ব্লকচেইন যাচাইকরণ এবং ঐক্যমতের উদ্দেশ্যে একটি পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।
- একবার একটি ব্লক রেকর্ড করা হলে, সেই ব্লকের মধ্যে ডেটা পরিবর্তন করা যাবে না, যদি না প্রতিটি পরবর্তী ব্লক পরিবর্তন করা হয়, যা নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলির একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সহযোগিতা করতে পারে।

কেন ক্রিপ্টোকারেন্সিকে বিকেন্দ্রীভূত হিসাবে বর্ণনা করা হয়?

একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার দ্বারা তৈরি হওয়ার পরিবর্তে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইউনিটগুলি সাধারণত একটি বিকেন্দ্রীকৃত প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চালিত হয়। এই কারণেই ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রায়শই বিকেন্দ্রীভূত হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি সাধারণত কোনো

একক সত্তা, দেশ বা অঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় না। লেনদেন যাচাই এবং প্রমাণীকরণের জন্য তাদের বিশ্বজুড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ প্রয়োজন।

বিকেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি

একটি বিকেন্দ্রীকৃত সিস্টেম ব্লকচেইন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যেখানে একটি ডিজিটালভাবে বিতরণ করা পাবলিক খতিয়ান একটি নেটওয়ার্ক জুড়ে বিদ্যমান থাকে।

- বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির বিকেন্দ্রীকৃত বৈশিষ্ট্য হল একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য কারণ সেগুলি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিধির বাইরে অবস্থিত।
- এটি তাদের বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ম্যানিপুলেশন এবং হস্তক্ষেপের জন্য অনাক্রম্য করে তোলে।
- চীনের মতো অনেক উন্নত দেশ কঠোরভাবে বিকেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সির বিরুদ্ধে কারণ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে না যদি এই ডিজিটাল মুদ্রা অর্থনীতিতে বিদ্যমান থাকে।
- অর্থনীতিতে বিকেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সির অস্তিত্বের কারণে অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দেয়।
- আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনগুলি একটি দেশে অর্থের প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এইভাবে এর আর্থিক নীতিগুলিকে আঘাত করতে পারে।
- মাদক পাচার, এবং বিকেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সির কারণে বেআইনি অস্ত্র বিক্রির মতো অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির সুবিধা

ক্রিপ্টোকারেন্সির সুবিধাগুলি হল:

- আপনি ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা ব্যাংকের মতো তৃতীয় পক্ষ ছাড়াই অর্থ বিনিময় করতে পারেন
- এটি অন্যান্য অনলাইন লেনদেনের তুলনায় সস্তা।
- এটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বিনিময় মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।
- আধুনিক ক্রিপ্টোকারেন্সি সিস্টেমের সাথে, একটি মানিব্যাগ বা অ্যাকাউন্ট ঠিকানা শুধুমাত্র একটি পাবলিক চাবিকাঠি এবং ব্যক্তিগত চাবিকাঠি দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য। ব্যক্তিগত চাবিকাঠি শুধুমাত্র মানিব্যাগের মালিকের কাছেই থাকে।
- তহবিল স্থানান্তরের জন্য ন্যূনতম প্রসেসিং ফি চার্জ করা হয়।

ক্রিপ্টোকারেন্সির অসুবিধা

ক্রিপ্টোকারেন্সির অসুবিধাগুলি হল:

- ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের প্রায় বেনামী প্রকৃতি তাদের অর্থ পাচার, কর ফাঁকি এবং সম্ভবত সন্ত্রাসবাদের মতো অবৈধ ক্রিয়াকলাপগুলি চালানোর জন্য আদর্শ করে তোলে।
- অর্থ একবার স্থানান্তরিত হয়ে গেলে তা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি সব জায়গায় গৃহীত হয় না এবং এর ব্যবহারও অত্যন্ত সীমিত।
- এটা লক্ষ করা গেছে যে বিটকয়েন কোনো বাস্তব-বিশ্বের পণ্যে নিহিত নয়। যাইহোক, সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা পরামর্শ দেয় যে একটি বিটকয়েন তৈরির খরচ, যার জন্য একটি

বড় এবং বৃহত্তর পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তা সরাসরি বাজারে এর দামের সাথে যুক্ত।

ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে উদ্বেগ

2022 সালের মার্চ পর্যন্ত, সারা বিশ্বে আমাদের মোট 18500টি ক্রিপ্টোকারেন্সি ছিল। তবে সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি মূল্যবান নয়।

- ডগকয়েন, শিবা ইনু কয়েন ইত্যাদির মতো অনেক ডিজিটাল মুদ্রা রয়েছে যা শুধুমাত্র মজা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই মুদ্রার কোন অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। যাইহোক, ক্রিপ্টো বাজারে হাইপের কারণে, তারা অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
- যেহেতু বেশিরভাগ মুদ্রা বিকেন্দ্রীভূত হয়, সেগুলি তাই নিয়ন্ত্রিত ও নিরীক্ষণ করা যায় না। এমন ঘটনা সামনে এসেছে যেখানে লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারী প্রতারণার শিকার হয়েছেন।
- যদি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মালিকানা এবং লেনদেন নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়, বিনিয়োগকারীরা বড় সমস্যার মধ্যে পড়তে পারে কারণ এই মুদ্রাগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কোনও সমর্থন নেই।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অফিসিয়াল ডিজিটাল কারেন্সি বিল লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হয়েছিল। এই বিলটির লক্ষ্য ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির কাজকে সহজতর করা এবং এটিকে একটি আইনি কাঠামো প্রদান করা।

- এই বিল অনুযায়ী, একটি ডিজিটাল মুদ্রা চালু করা হবে এবং আরবিআই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই বিলের অধীনে নেওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হ'ল বেসরকারী ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।
- আরবিআইয়ের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির কোনও অন্তর্নিহিত মূল্য নেই এবং প্রকৃতিতে খুব অস্থির। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতারও ক্ষতি করতে পারে।

ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈধতা

2020 সালে, সুপ্রিম কোর্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল, যেটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল। তারপর থেকে, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ বৈধ হিসাবে স্বীকৃত হয় যদিও কিভাবে কর প্রদান করা হবে এবং কীভাবে এটি নিয়ন্ত্রিত হবে তার পরিমাণ এবং বিশদ বিবরণ এখনও অস্পষ্ট।

ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির অবস্থান

সাম্প্রতিক সময়ে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক অসংখ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

- এই ডিজিটাল সম্পদের স্থানান্তর থেকে যে কোনও আয়ের জন্য 30% এর একটি ফ্ল্যাট করার হার ঘোষণা করা হয়েছে।
- সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সির ধারকদের হোল্ডিংয়ের সংখ্যা এবং তাদের জমার বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

- আগামী দিনে আরবিআই তার ডিজিটাল মুদ্রাও চালু করবে। ভারত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে তারা ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছে।

ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত

কেন্দ্রীয় বাজেট 2022-23-এ, ভারতের অর্থমন্ত্রী ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। ভারত সরকার ক্রিপ্টো-সম্পদের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার উপর 30% কর আরোপের পরিকল্পনা করেছে। আর 2022-23 অর্থবছরে 'ডিজিটাল রুপি' চালু করা হবে।

টায়ার 2 এবং টায়ার 3 শহর থেকে, অনেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে নিজেদের পরিচিত করার চেষ্টা করছে। এবং সম্প্রতি একটি সমীক্ষা ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির (1000% এর বেশি বেড়েছে) রিপোর্ট দেয়। এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগকারী 66% লোকের বয়স 35 বছরের কম। এইভাবে, দেশের যুবকরা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান যুগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

টেক-স্যাভি প্রজন্মের দ্বারা, P2P প্ল্যাটফর্মগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে যথেষ্ট পরিমাণে অবদান রাখার জন্য পরিচিত। ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা জনসংখ্যার অন্যান্য অংশকেও প্রভাবিত করতে পারে। এবং এই ধরনের পরিবর্তনগুলি দেশের অর্থনীতিকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করতে অবদান রাখতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি কি?

ক্রিপ্টোকারেন্সি হল মুদ্রার একটি ডিজিটাল রূপ। একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এটির নিয়ন্ত্রণ করে না।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্লকচেইন কি?

একটি ব্লকচেইন হলো রেকর্ডের একটি তালিকা। প্রতিটি ব্লকে পূর্ববর্তী ব্লকের লিঙ্ক হিসাবে একটি হ্যাশ পয়েন্টার থাকে, এটি কখন তৈরি হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প এবং লেনদেনের ডেটা সহ। নকশা দ্বারা, ব্লকচেইনগুলি পরিবর্তনের জন্য প্রতিরোধী। তারা একটি উন্মুক্ত, বিতরণ করা খাতা যা দক্ষতার সাথে এবং স্থায়ীভাবে লেনদেন রেকর্ড করে।

কিভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে অর্থ উপার্জন করা যায়?

ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে অর্থ উপার্জন সাধারণত বিটকয়েন, লাইটকয়েন, ইথেরিয়াম, রিপল এবং আরও অনেক কিছু মতো কয়েন কেনার মাধ্যমে শুরু হয় এবং তাদের মূল্য বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই কয়েনগুলির দাম বেড়ে যাওয়ার পরে, সেগুলি মুনাফা অর্জনের জন্য বিক্রি করা যেতে পারে।

বিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি কি?

বিটকয়েন হল একটি ডিজিটাল মুদ্রা যা বিটকয়েন নেটওয়ার্কে ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্থানান্তর করা যায়। বিটকয়েন লেনদেন নেটওয়ার্কে নোড দ্বারা নিশ্চিত করা হয় এবং ব্লকচেইন নামে একটি পাবলিক ডিজিটাল খতিয়ানে রেকর্ড করা হয়। এটি 2008 সালে সাতোশি নাকামোটো দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। এটির বাস্তবায়ন 2009 সালে ওপেন সোর্স হয়ে ওঠে।

বিটকয়েন কি ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো একই রকম?

বিটকয়েন হল এক ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি। বিটকয়েনকে ডিজিটাল মুদ্রা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে ব্যবহৃত হয়। একটি বিকেন্দ্রীকৃত কর্তৃপক্ষ বিটকয়েন নিয়ন্ত্রণ করে। একটি বিটকয়েন সরকার দ্বারা জারি করা মুদ্রা থেকে আলাদা। ক্রিপ্টোকারেন্সি হল এমন একটি প্রযুক্তি যা আর্থিক লেনদেন পরিচালনার সুবিধা গ্রহণ করে এবং নিরাপদ বলে পরিচিত।

ক্রিপ্টোকারেন্সিকে কি নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায়?

হ্যাঁ, আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সিকে নগদে রূপান্তর করতে পারি। তবে রূপান্তরের পদ্ধতিতে ট্যাক্সেশন অন্তর্ভুক্ত আছে।